দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... FEB ...
পৃষ্ঠা ... ৬ কলাম ... ১ ...

৩২

বরিশাল ব্রজমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ

একটি ব্যতিক্রমী ছাত্রী আন্দোলন

2 8 FEB 19..

—নাহিদ আফরোজ

একটি পদক্ষেপ। কিন্তু পদক্ষেপটি যারা সৃষ্টি করলেন--কথা বলবার ক্ষেত্রটিতে এসে তাঁরা ইতস্ততঃ করছেন। যে উৎক্ষিপ্ত অভ্যুত্থান গত ডিসেম্বর '৮৬ থেকে জানুয়ারী '৮৭ পর্যন্ত গোটা কলেজ ক্যাম্পাসকে আন্দোলিত করেছে, আজ সেই আন্দোলনের অভিজ্ঞতা প্রকাশের মঞ্চে এসে তারা রক্ত টগবগে উচ্ছ্বাসমণ্ডিত হতে পারছেন না। ওরা যেন কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়েছেন - - - - -

ছাত্রীনিবাস সমস্যা

বরিশাল ব্রজমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ক্যাম্পাসে এইমাত্র কয়েকদিন আগেও এক অস্থির পরিবেশ বিরাজমান ছিলো।

বিষয়-'ছাত্রীনিবাস চাই'।

এবং এই প্রশ্নকে আবর্তিত করে গড়ে উঠেছিলো একটি জোটবদ্ধ ছাত্রী আন্দোলন।

বরিশাল ব্রজমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে কোন ছাত্রীনিবাস নেই। কলেজের বিভিন্ন বিভাগে ৪৮ শতাংশ ছাত্রী পড়াশুনা করছে। এদের মধ্যে সর্বোচ্চ শতাংশে ১০ জন মেয়ে শহরবাসী। বাকীরা গ্রাম বা শহরতলি থেকে আগত। শহরে তাদের কমজনেরই থাকার জন্যে সুব্যবস্থা না হোক, অনিশ্চিত বাসযোগ্যতা আছে।

সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে সামনে রেখে বহির্শহরাগত মেয়েরা ওই অনিশ্চিত বাসযোগ্যতাটুকু অবলম্বন করে উচ্চ শিক্ষার প্রত্যাশায় এই কলেজে ভর্তি হয় এবং এক পর্যায়ে শহরের বাসস্থান বিপন্ন হয়। বিপদাপন্ন হয় মেয়েদের অবস্থান।

তবুও জোড়াতালি দিয়ে যদি সম্ভব হয় এই ক্ষীণ আলোকবর্তিকাবাহী কতিপয় মেয়ের (কলেজ ছাত্রী) প্রচেষ্টার ফলে গত কয়েক বছর যাবৎ কলেজের নিকটবর্তী একটি প্রাইভেট বাড়ীতে ত্রিশজন মতন ছাত্রীর স্থান সংকুলান হচ্ছিল। বলাবাহুল্য বাড়ীটির ভাড়া ইত্যাদি খরচ ছাত্রীরাই বহন করতো।

কিন্তু সেখানেও নষ্ট চৈতন্যের ছোবল। উল্লিখিত প্রাইভেট বাড়ীটির নিকটেই একটি ছাত্র হোস্টেল রয়েছে। ব্রজমোহন কলেজেরই বাংলার জনৈক ছাত্রী জানিয়েছেন এখনও আমাদের মস্তিষ্ক সুস্থ হয়নি। আমাদের সবুজেরা আজও পোকার দখলে। যে কারণে ছাত্র এবং ছাত্রীদের বাসস্থান নিকট প্রতিবেশীর মত থাকা সম্ভব নয়।

বাসস্থানহীনতার এই প্রকট প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে অনেক ছাত্রীকেই শেষ পর্যন্ত পড়াশুনোর পাট চুকিয়ে পিতৃমাতৃক নিবাসে ফিরে যেতে হয়।

এই যখন বরিশাল ব্রজমোহন বি' কলেজের ছাত্রীনিবাস সমস্যার বাস্তব চিত্র--প্রশ্ন আসে কলেজ প্রশাসন এ সমস্যার সমাধানে কি ভূমিকা নিয়েছিলেন।

আমরা বি, এম (ব্রজমোহন) কলেজের বেশ কয়েকজন শিক্ষকের সাথে কথা বলেছি। তাদের বক্তব্যের সারার্থ অনুযায়ী তিন বছর আগে রাষ্ট্রপতির এই কলেজ সফরকালে কলেজ কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটি তার গোচরীভূত করেন। রাষ্ট্রপতি একটি তিনশত শয্যা বিশিষ্ট ছাত্রীনিবাসের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

সেই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে এ পর্যন্ত কলেজ প্রশাসন বহুবার উর্ধ্বতনকে লেখালেখি করেছে। সে সবই ফলশূন্যতায় পর্যবসিত হয়েছে।

শেষ পর্যায়ে ছাত্রীরাই এগিয়ে এলেন ঃ

পরবর্তীতে ছাত্রীরা ব্যাপারটি নিজেদের হাতে তুলে নিলেন। ক্রমান্বয়ে তাদের কর্ম প্রক্রিয়াসমূহ সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক পরিমণ্ডলে আন্দোলন হিসেবে প্রতিভাত হলো।

কেউ কেউ বলেছেন বিদ্রোহ। নৈতিক আদর্শের এবং শিষ্টাচারের অভাবও বলেছেন কয়েকজন শিক্ষক।

ছাত্রীনিবাস সমস্যার প্রতিকার আন্দোলনের সহযোগী ছাত্রীরা গত ডিসেম্বরে সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে মিছিল করেন। ছাত্রীদের বক্তব্য অনুযায়ী এর আগে কলেজ কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছিলো। নাম প্রকাশে একান্তই অনিচ্ছুক (?) দু'জন ছাত্রী প্রতিনিধি বলেছেন, তারা জেলা প্রশাসককে স্মারকলিপি প্রদানের মাধ্যমে ঘোষণা করেছিলেন, ''জানুয়ারীর সাত তারিখের মধ্যে কোন ব্যবস্থা না নেয়া হলে আমরা যে কোনো পদক্ষেপ নিতে বাধ্য থাকবো''।

কোনো তরফ থেকেই উত্তরের কোনো সাড়া না পেয়ে ছাত্রীরা এক পর্যায়ে চরম কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তারা ছাত্রীনিবাস প্রতিষ্ঠার দাবী সম্বলিত উক্ত শ্লোগান, মিছিল, মিটিং প্রভৃতির রেশ ধরে আন্দোলনকে একটি আপাত স্থির লক্ষ্যের দিকে চালনা করলেন।

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী ছাত্রী নিবাসকামী ছাত্রী প্রতিনিধিদের একটি জোট কলেজের রেষ্ট হাউজ এবং জনৈক শিক্ষকের জন্য বরাদ্দকৃত একটি রিকুইজিশন করা বাড়ী বিকল্প ছাত্রীনিবাসের জন্য দখল করেন এবং যথারীতি সেখানে বসবাস করতে শুরু করেন।

এই অকল্পনীয় ঘটনার প্রতিবাদকল্পে বি, এম কলেজের শিক্ষকগণ জানুয়ারীর উনিশ থেকে একুশ তারিখ পর্যন্ত ক্লাস বর্জন করেন।

এ প্রসংগে ছাত্রীদের কাছে আমাদের প্রশ্ন ছিলো--বিকল্প ছাত্রীবাসে আপনারা কতটুকু নিরাপদ ছিলেন?

ছাত্রীদের উত্তরপত্র এরকম: 'ছাত্রীবাস হিসেবে আমরা দখলকৃত বাড়ীদুটোকে ব্যবহার করতে চাইনি। আমাদের ওই পদক্ষেপটি ছিলো আন্দোলনের মাধ্যম মাত্র। তবে আমাদের দাবীর সুষ্ঠু সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আমরা ওখানে অবস্থান করা নিরাপদ মনে করেছিলাম।'

পরবর্তীতে ছাত্রীদের আয়ত্তাধীন বাড়ীদুটোতে প্রিন্সিপালসহ শিক্ষকদের একটি প্রতিনিধিদল মেয়েদের সাথে একটি সহজ মীমাংসার জন্যে উপস্থিত হয়েছিলেন।

একুশে জানুয়ারী শিক্ষক বনাম ছাত্রী প্রতিনিধিদের আলোচনার মাধ্যমে একটি রিকুইজিশনকৃত পুরাতন ভবন স্থানীয় জেলা প্রশাসকের সহযোগিতায় ছাত্রীনিবাসের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

বাড়ীটিতে সর্বোচ্চ পনের/ষোলো জন ছাত্রীর স্থান সংকুলান হয়।